13957 - মানবজাতরি রাসূলগণরে প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন

মানুষদরে জন্য নবীদরে প্রয়োজনীয়তা কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

নবীরা হলনে আল্লাহর দূত। তারা বান্দাদরে কাছে আল্লাহর নর্দিশোবলী পৌঁছে দনে। আল্লাহর আদশে মনেে চললে তাদরে জন্য যে নয়িামত তনিি প্রস্তুত রখেছেনে তারা এর সুসংবাদ প্রদান করনে। আল্লাহর নষিধে অমান্য করলে যে চরিন্তন শাস্তি রয়ছেে তা থকেে সতর্ক করনে। বান্দাদরে কাছে নবীরা পূর্ববর্তী জাতসিমূহরে ঘটনাবলি বর্ণনা করনে। সইে জাতগিুলো তাদরে রবরে নর্দিশেরে অবাধ্য হওয়ায় যে সকল শাস্তরি সম্মুখীন হয়ছেলি সগেুলো তাদরে কাছে তুলে ধরনে।

এই সমস্ত ঐশী আদশে-নষিধে মানুষরে ববিকে-বুদ্ধি নজিে নজিে জানতে পারে না। তাই আল্লাহ শরয়ি আইন-কানুন প্রদান করছেনে এবং আদশোবলী ও নষিধোবলী আবশ্যক করে দয়িছেনে; যাতে তনিি মানুষকে সম্মানতি করতে পারনে এবং মানুষরে কল্যাণ সংরক্ষণ করতে পারনে। কারণ হতে পারে লোকেরো নজিদেরে প্রবৃত্তরি অনুসরণ করে হারামে লপ্তি হয়ে যাবে এবং অন্যদরে ব্যাপারে হস্তক্ষপে করে তাদরে অধকিার হরণ করব। তাই আল্লাহর গভীর প্রজ্ঞা এই য, তনিি সময়ে সময়ে কছিু রাসূল প্ররেণ করছেনে; যাতে করে তাঁরা তাদরেকে আল্লাহর আদশেরে কথা স্মরণ করয়িে দনে এবং আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থকেে তাদরেকে সতর্ক করনে। তারা বান্দাদরে কাছে উপদশেসমূহ পাঠ করনে এবং পূর্ববর্তীদরে ঘটনাবলি উল্লখে করনে। কনেনা বস্ময়কর খবরাখবর যখন কানে পৌঁছে, অদ্ভূত ঘটনাবলি যখন অন্তরকে জাগয়িে তোলে তখন মানুষরে ববিকে-বুদ্ধি সগেুলোকে গ্রহণ কর। ফলে মানুষরে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং অনুধাবন সঠকি হয়। য মানুষ বশেি বশেি শোনে স তত বশেি ভাব। আর য যত বশেি ভাবে স তত বশেি চন্তিাশীল হয়। আর য যত বশেি চন্তিাশীল হয় স তত বশেি জ্ঞানী হয়। আর য যত বশেি জ্ঞানী হয় স তত বশেি আমল কর। সুতরাং রাসূলদরে প্ররেণ করা ছাড়া গত্যন্তর নইে এবং সত্য প্রতষ্ঠিায় তাদরে বকিল্প অনুপস্থতি।[আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-মাওয়ার্দী রচতি ‘আ’লামুন নুবুওয়াহ’ (পৃ. ৩৩)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িযা রাহমিাহুল্লাহ বলনে: (ইবনে তাইময়িযা নামে প্রসদ্ধি আহমদ ইবনে আব্দুল হালীম ইবন আব্দুস সালামরে জন্ম ৬৬১ হজিরীতে। তার মৃত্যু ৭২৮ হজিরী সনে। তনিি ইসলামরে একজন বড় আলমে ছলিনে। যার রচতি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রয়ছে।) “বান্দার ইহকালীন ও পরকালীন জীবনরে সংস্কারে রসিালাত জরুরী। রসিালাতরে অনুসরণ ছাড়া

যমেনভিাবে আখরিাতে তার কোনো কল্যাণ নইে, অনুরূপভাবে পার্থবি জীবনযাপনওে রসিালাতরে অনুসরণ ছাড়া তার কোনো কল্যাণ নইে। মানুষ শরীয়ত অনুসরণ করতে বাধ্য। কারণ সে দুই ধরনরে মাঝে যে কোনো এক ধরনরে কাজ করে। হয় সে এমন কাজ করে যা তার উপকার করে, নতুবা এমন কছিু করে যা তার ক্ষতি করে। শরয়িত হলো এমন আলো যা পরস্কিার করে দয়ে কোনটি তার জন্য উপকারী, আর কোনটি তার জন্য ক্ষতকির। সুতরাং শরীয়ত হলো যমীনে আল্লাহর আলো এবং বান্দাদরে মাঝে তার ইনসাফ। এটি আল্লাহর ঐ দুর্গ যাতে কউে প্রবশে করলে সে নরিাপদ হয়ে যায়।

শরীয়ত দ্বারা ইন্দ্রয়িরে মাধ্যমে উপকারী ও ক্ষতকির বস্তু আলাদা করা উদ্দশ্যে নয়। কনেনা এমনটি তো পশুরাও করতে পারে। গাধা, উটও তো যব আর ধুলাবালরি মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। বরং শরীয়ত দ্বারা এমন কাজগুলোর মাঝে পার্থক্য করা উদ্দশ্যে যগেুলো বান্দার দুনয়িা ও আখরিাতে তার ক্ষতি করে কংিবা উপকার করে। এমন উপকারী কছিু কাজ হলো: ঈমান, তাওহীদ, ইনসাফ, সদাচরণ, বশ্বিস্ততা, চারত্রিকি পবত্রিতা, সাহসকিতা, জ্ঞান, ধর্যৈ, সৎকাজরে আদশে ও অসৎকাজে নষিধে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, পতিা-মাতার সাথে সদাচরণ, আত্মীয়দরে সাথে সদাচরণ, হক আদায়, এক আল্লাহর জন্য একনষ্ঠিভাবে আমল করা, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করা, তাঁর কাছইে সাহায্য চাওয়া, তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর সদ্ধিান্তরে কাছে সমর্পণ করা, তাঁকে সত্যায়ন করা এবং তার রাসূলগণ যা কছিু জানয়িছে সগেুলোর সত্যায়ন করা ইত্যাদি আরো যত কছিু বান্দার জন্য দুনয়িা ও আখরিাতে কল্যাণকর ও উপকারী। এর বপিরীতে রয়ছে এমন সকল কছিু যা বান্দার দুনয়িা ও আখরিাতে দুর্ভাগ্য ও ক্ষতরি কারণ।

রসিালাত না থাকলে জীবনরে জন্য উপকারী ও ক্ষতকির বষিয়গুলো বস্তিারতি জানা মানুষরে আকলরে পক্ষে সম্ভবপর ছলি না। বান্দাদরে প্রতি আল্লাহর অন্যতম বড় নয়িামত হলো তনিি তাদরে কাছে তাঁর রাসূলদরে প্ররেণ করছেনে, তাদরে উপর তাঁর কতিাবসমূহ অবতীর্ণ করছেনে এবং তাদরে কাছে সীরাতে মুস্তাকীম তথা সরল-সঠকি পথ স্পষ্টভাবে বলে দয়িছেনে। যদি তনিি এমনটি না করতনে তাহলে তারা পশু কংিবা এর চয়েওে নকিৃষ্ট অবস্থায় থাকত। যে ব্যক্তি আল্লাহর রসিালাত গ্রহণ করে এবং এর উপর অটল থাকে সে শ্রষ্ঠে সৃষ্টরি অন্তর্ভুক্ত। আর যে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং এর থকেে বরেয়িে যায় সে নকিৃষ্ট সৃষ্টরি অন্তর্ভুক্ত। সে কুকুর, শুকর এবং সকল নকিৃষ্ট প্রাণী থকেওে নকিৃষ্ট। পৃথবিীবাসী টকিে থাকা তাদরে মধ্যে রসিালাতরে প্রভাবসমূহ বদ্যিমান থাকার উপর নর্িভরশীল। যখন পৃথবিী থকেে রাসূলদরে অবদানসমূহ মুছে ফলো হবে, তাদরে হদোয়াতরে আলামতগুলো বলিুপ্ত করা হবে তখন আল্লাহ ঊর্ধ্ব জগৎ ও নম্নি জগৎ ধ্বংস করে দবিনে এবং কয়িামত সংঘটতি করবনে।

পৃথবিীবাসীর রাসূলদরে প্রয়োজন তাদরে সূর্য, চাঁদ, বায়ু ও বৃষ্টরি প্রতি তাদরে প্রয়োজনরে মতো নয়। নজি জীবনরে প্রতি মানুষরে প্রয়োজনরে অনুরূপও নয়। আলোর প্রতি চোখরে প্রয়োজনরে মতও নয়। খাবার-পানীয়রে প্রতি দহেরে প্রয়োজনরে মতও নয়। বরং মানুষরে মনে যত কছিু উদতি হয় সে সব কছিুর চয়েওে এর প্রয়োজন অধকি তীব্র। রাসূলগণ হলনে আল্লাহর আদশে ও নষিধে পৌঁছে দওেয়ার ক্ষত্রেে আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টরি মাঝে মাধ্যম। তারা আল্লাহর পক্ষ থকেে বান্দাদরে

কাছে দূত। রাসূলদের সর্বশেষ ব্যক্তি, তাদের সর্দার ও তাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তাকে জগতবাসীর জন্য রহমত, জান্নাতের পথচারীদের জন্য দলীল এবং সৃষ্টিকুলের জন্য প্রমাণ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তার আনুগত্য করা, তাকে ভালোবাসা, তাকে সম্মান করা ও তার অধিকার আদায় করা বান্দাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। তিনি সকল নবী-রাসূলের কাছ থেকে তার উপর ঈমান আনা ও তাকে অনুসরণ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যে সকল মুমিন তাদেরকে অনুসরণ করবে তাদের কাছ থেকেও অনুরূপ অঙ্গীকার গ্রহণ করার। তিনি তাকে কিয়ামতের পূর্বে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং আলোকবর্তিকা হিসেবে পাঠিয়েছেন। তার মাধ্যমে রিসালাতের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন, বিভ্রান্তি থেকে সুপথ দেখিয়েছেন, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিশা দিয়েছেন। তার রিসালাতের মাধ্যমে তিনি অন্ধ চোখ, বধির কান এবং আচ্ছাদিত অন্তরগুলো খুলে দিয়েছেন। অন্ধকার যমীন তার রিসালাতে আলোকিত হয়েছে। বিক্ষিপ্ত থাকার পর তার মাধ্যমে অন্তরগুলোর মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য তৈরি হয়েছে। তার মাধ্যমে আল্লাহ বক্র মতাদর্শকে সোজা করেছেন এবং শুভ্র সঠিক পথকে স্পষ্ট করেছেন। তিনি তার অন্তরকে প্রসন্ন করে দিয়েছেন এবং অন্তরের ভার অপসারণ করে দিয়েছেন। তিনি তার স্মরণকে উচ্চকিত করেছেন এবং তার নির্দেশের বিরোধিতাকারী সবার জন্য তিনি লাঞ্ছনা রেখে দিয়েছেন। যে সময়টাতে রাসূলদের বিরতি চলছিল, কিতাবসমূহ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, আল্লাহর বাণীকে বিকৃত করা হয়েছিল, শরীয়তগুলো বদলে ফেলা হয়েছিল, প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের অন্যায় মতের উপর নির্ভর করত, নিজেদের ভুল মতবাদ ও প্রবৃত্তি দিয়ে আল্লাহ ও মানুষদের মাঝে বিচার করত তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। ফলে আল্লাহ তার মাধ্যমে সৃষ্টিকুলকে সুপথ দেখান, তার দ্বারা পথগুলোকে স্পষ্ট করেন এবং তাকে দিয়েই মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। তার মাধ্যমে আল্লাহ সফল এবং পাপীদেরকে আলাদা করে দেন। যে তার আদর্শ অনুসরণ করেছে সে সুপথ গ্রহণ করেছে। আর যে তার পথ থেকে সরে গিয়েছে সে পথচ্যুত হয়েছে ও সীমালঙ্ঘন করেছে। তাই তার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক এবং অনুরূপভাবে বর্ষিত হোক সকল নবী-রাসূলের প্রতি।”[শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যার ‘কাইদাতুন ফী উজূবিল ই’তিসামি বিরি-রিসালাহ’ (খ:১৯, পৃ. ৯৯-১০২) মাজমুউল ফাতাওয়া থেকে গৃহীত। আরো দেখো যেতে পারে: লাওয়ামেউল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ এবং খ: ২, পৃ. ২১৬ ও ২৩৬]

রিসালাতের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আমরা যে পয়েন্টগুলোতে উল্লেখ করতে পারি:

১- মানুষ সৃষ্ট ও প্রতিপালিত প্রাণী। তাকে অবশ্যই নিজ স্রষ্টাকে জানতে হবে। তাকে জানতে হবে স্রষ্টা তার কাছে কী চান। আর কী জন্যই বা তাকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ নিজে নিজে সেটি জানতে পারে না। নবী-রাসূলদেরকে চেনো এবং তারা যে সমস্ত হেদায়াত ও আলো নিয়ে এসেছেন সেগুলোর মাধ্যমেই কেবল এটি জানা সম্ভব।

২- মানুষ শরীর ও আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্ট। শরীরের খাদ্য হলো খাবার-পানীয়। আর আত্মার খাদ্য এমন কিছু যা স্রষ্টা নির্ধারণ করেছেন। আর তা হলো সঠিক দ্বীন ও নেক আমল। নবী-রাসূলরা সঠিক দ্বীন নিয়ে এসেছেন এবং নেক আমলের

দকি-নর্িদশেনা দয়িছেনে।

৩- মানুষ সহজাতভাবে ধার্মকি। তাকে অবশ্যই কোনো না কোনো ধর্মরে অনুসরণ করতে হবে। এই ধর্মকে অবশ্যই সঠকি হতে হবে। সঠকি ধর্মাবলম্বন কবেল নবী-রাসূলদরে উপর ঈমান আনা ও তারা যা নয়িে এসছেনে তার উপর ঈমান আনার মাধ্যমইে সম্ভব।

৪- মানুষরে এমন পথ প্রয়োজন যা তাকে দুনয়িায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখরিাতে তার জান্নাত ও সুখরে নর্িদশেনা দবি। আর এগুলোর পথ কবেল নবী-রাসূলরাই দখোতে পারনে।

৫- মানুষ দুর্বল প্রাণী। তাকে কন্দ্রে করে বহু শত্রু ওঁৎ পতেে থাকে। শয়তান তাকে বভি্রান্ত করতে চায়। খারাপ সঙ্গীরা তার কাছে মন্দকে ভালো হসিবেে উপস্থাপন কর। তার মধ্যে রয়ছেে এমন মন্দ আত্মা যা খারাপ কাজরে নর্িদশে দয়ে। সুতরাং তার এমন কছিু প্রয়োজন যার মাধ্যমে সে নজিকেে শত্রুদরে চক্রান্ত থকেে রক্ষা করতে পারব। নবী-রাসূলরো সইে পথ দখেয়িে দয়িছেনে এবং স্পষ্টরূপে তার ববিরণ দয়িছেনে।

৬- মানুষ স্বভাবতই সামাজকি জীব। মানুষরে পারস্পরকি মলোমশোর জন্য অবশ্যই আইন প্রয়োজন; যাতে করে তাদরে মধ্যকার বষিয়গুলো ন্যায়সঙ্গতভাবে পরচিালতি হয়। নতুবা তাদরে জীবন বন-জঙ্গলরে জীবনরে অনুরূপ হব। আর এ আইন এমন হওয়া আবশ্যক যনে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি ছাড়া প্রত্যকেে প্রাপকরে অধকিার সংরক্ষণ করতে পার। এমন পরপিূর্ণ আইন কবেল নবী-রাসূলরাই নয়িে আসতে পারনে।

৭- মানুষরে জন্য এমন কছিু প্রয়োজন যা তাকে আত্মকি প্রশান্তি ও মানসকি নরিাপত্তা দবি, প্রকৃত সুখরে উপায়-উপকরণরে পথ দখোব। নবী-রাসূলগণ সইে পথ দখোন।